ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক চুক্তিপত্র

প্রথম পক্ষ : ইউনিয়ন পরিষদ (চেয়ারম্যান)
দ্বিতীয় পক্ষ : ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ।

এই চুক্তিপত্র ...... ইং সালের ....মাসের......তারিখে নিম্নোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষ:

চেয়ারম্যান:
ইউনিয়ন পরিষদ: ডাকঘর :
উপজেলা : জেলা:

দ্বিতীয় পক্ষ:

উদ্যোক্তা -১:
নাম:
মাতার নাম: পিতার নাম:
ইউনিয়ন: ডাকঘর :
উপজেলা : জেলা:
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

উদ্যোক্তা -২:
নাম:
মাতার নাম: পিতার নাম:
ইউনিয়ন: ডাকঘর :
উপজেলা: জেলা:
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

(চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের অবর্তমানে তাদের প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারীগণের/স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর এই চুক্তিনামার শর্তাবলী বর্তাবে)

ক. চুক্তির শর্তসমূহ:

১। 'প্রথম পক্ষ' (ইউনিয়ন পরিষদ)-এর দায়িত্ব :

১.১। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৪৭ (গ), ৫০ এবং ৭৮ ধারা অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক কার্যসংক্রান্ত সেবা, উন্নততর তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করণে ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে সেবা প্রদানের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত করে এর কার্যক্রম পরিচালনা ও শক্তিশালীকরণে সচেষ্ট থাকবে।

১.২। ইউডিসি স্থাপনের জন্য বিনা ভাড়ায় ইউনিয়ন পরিষদে একটি উপযুক্ত কক্ষ বরাদ্দ করবেন;

১.৩। স্থানীয় উদ্যোক্তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ও সেবা প্রদানে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যতীত ইউনিয়ন পরিষদ ইউডিসির কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং অন্যান্য ভৌত ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ এ জাতীয় সহায়তা নিজস্ব তহবিল, সরকারী অনুদান, দাতা সংস্থা বা দানশীল ব্যাক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ থেকে যোগান দিবে;

১.৪। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত তথ্য ও সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার প্রচারণামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোক্তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

১.৫। ইউডিসিকে টেকসই করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তারা যাতে পর্যাপ্ত সেবা প্রদান ও আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন;

১.৬। সকল উপকরণসহ ইউডিসির পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন;

১.৭। অর্থের বিনিময়ে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কাজ করানোর ক্ষেত্রে সকল সময়ে ইউডিসির অগ্রাধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

১.৮। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পরিপত্র ও উদ্যোক্তার সাথে সম্পাদিত এই চুক্তি অনুসারে ইউডিসির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করবে; এছাড়া সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় উপকরণ, অনুদান প্রভৃতি যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে প্রদান করবে;

১.৯। উদ্যোক্তা যে সকল কারিগরী সমস্যা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও স্থানীয় পর্যায়ে সমাধান করতে পারবেন না, সে সকল ক্ষেত্রে অন্যত্র থেকে কারিগরী সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে;

১.১০। চুক্তির মেয়াদকালে একই এলাকায় প্রথম পক্ষ বা দ্বিতীয় পক্ষ একই ধরণের সেবা গ্রহনের জন্য অন্য কোন উদ্যোক্তার সাথে আগামী তিন বছরের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন না। তবে কোন ইউনিয়নে দুই বা ততোধিক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থাকলে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাগণ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এ সকল ডিজিটাল সেন্টারসমূহ পরিচালনা করবেন। বর্তমান উদ্যোক্তার আগ্রহ থাকলে চুক্তির নবায়নের ক্ষেত্রে তিনিই অগ্রাধিকার পাবেন;

১.১১ নিয়মিত উদ্যোক্তার চুক্তি বাতিল/চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে/ উদ্যোক্তা চলে গেলে বিকল্প উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মরত উদ্যোক্তা নিয়মিত উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবেন;

১.১২। একই এলাকায় একের অধিক ডিজিটাল সেন্টারের সাথে প্রথম পক্ষের চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের ১.১০ ধারাটি প্রযোজ্য নয়;

১.১৩। উদ্যোক্তার আয়-ব্যয় হিসাব যথাযথভাবে পরিবীক্ষণে সহায়তা প্রদানে করবেন এবং উদ্যোক্তাকে যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন;

১.১৪। ইউডিসি'র মাধ্যমে যাতে ইউনিয়ন পরিষদের স্বাভাবিক কার্যত্রম ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বা ইউনিয়ন পরিষদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন না হয় অথবা এমন কোন কার্যক্রম পরিচালিত না হয় যার মাধ্যমে এলাকার নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা সামাজিক ঐতিহ্যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ইউনিয়ন পরিষদ এ বিষয় সমূহের দিকে কড়া নজর রাখবেন;

১.১৫। উদ্যোক্তার সাথে ইউনিয়ন পরিষদের চুক্তির সময়সীমা কমপক্ষে তিন বছর সময়কালের জন্য হতে হবে;

১.১৬। উদ্যোক্তার সাথে চুক্তি সম্পাদনের তিন বছর পর ইউনিয়ন পরিষদ ইউআইএসসির আয়-ব্যায় মূল্যায়ণ করে নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করবেন। তবে ইউনিয়ন পরিষদকে ডিজিটাল সেন্টারের আর্থিক লাভের চেয়ে তৃণমূল মানুষকে সেবা প্রদান ও সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্টির প্রতি প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

১.১৭। সরকারের পক্ষ থেকে সময় সময় জারিকৃত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

২. 'দ্বিতীয় পক্ষ' (উদ্যোক্তা) -এর দায়িত্ব:

২.১। ইউনিয়ন পরিষদ তথা ইউডিসি ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ইউডিসি কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ লগ্নী করবেন;

২.২। স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাতে অবাধে তথ্য ও সেবা পেতে পারে তার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন;

২.৩। ইউডিসির ব্যবস্থাপনা এবং এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের ধরণ ও প্রক্রিয়া কেমন হবে তা ইউডিসি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করবেন;

২.৪। ইউডিসি ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের আলোকে ইউডিসি পরিচালনার সময়-সূচি নির্ধারণ করবেন;

২.৫। ইউডিসির উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রয়োজনে উপকরণ বাড়াতে উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগ করবে;

২.৬। স্থানীয় পর্যায়ে বাণিজ্যিক সেবার চাহিদা নির্ধারণ, তা যুক্তকরণে উদ্যোগ এবং উদ্বুদ্ধকরণ ও সেবা সম্পর্কে প্রচার প্রচারণামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করবেন;

২.৭। দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ডিজিটাল সেন্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আপলোড এবং নির্ধারিত হিসাব ব্যবস্থাপনা ছকে সংরক্ষণ করবেন;

২.৮। ইউডিসির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না যার দ্বারা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে অথবা যা ইউনিয়ন পরিষদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে পারে;

২.৯। বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য সার্ভিসের মাসিক বিল যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত পরিশোধ করবেন;

২.১০। ইউনিয়ন পরিষদের কাছে প্রতি বছর আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করবেন;

২.১১। উদ্যোক্তা কোন বেতনভুক্ত কর্মচারী না হওয়ায় ইউডিসিকে সচল রাখা ও টেকসইকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। ইউডিসি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিকল্প উদ্যোক্তাকে দক্ষ করার দায়িত্বও নিয়মিত উদ্যোক্তার।

২.১২। সরকারের পক্ষ থেকে সময় সময় জারিকৃত নির্দেশাবলী পালন করতে হবে।

২.১৩। উদ্যোক্তা পরিবর্তন হলে বিকল্প উদ্যোক্তা নতুন প্রাপ্ত উদ্যোক্তা নতুন করে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে ইউডিসির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

<u>খ. সময়সীমা :</u>

১। সপ্তাহে নূন্যতম ৫ দিন ইউডিসি খোলা ও এর কার্যক্রম চালু রাখতে হবে। একটানা ৩০ দিনের বেশি বন্ধ রাখলে উদ্যোক্তার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে;

২। অত্র চুক্তিপত্রের মেয়াদ চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে, উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিপত্র নবায়ন করা যাবে। সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ও উদ্যোক্তা একে অপরের কার্যক্রম পরিচালনার আগ্রহের কথা লিখিত আকারে জানানোর মাধ্যমে পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নবায়ন করতে পারবে। এই প্রক্রিয়ায় চুক্তিপত্রের পুনঃ নবায়ন চলতে থাকবে।

গ. সর্বদা পালনীয় এবং নিম্নরূপ ঘোষণা দেয়া হলো যে :

১। উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ডিজিটাল সেন্টারের আদলে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবশ্যই চেয়ারম্যান ও উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার অনুমতি নিতে হবে।

২। দুই টি অবিকল সেটে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়ে জারী হলো - যার একটি করে অনুলিপি পক্ষদ্বয়ের নিকট থাকবে;

৩। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এই চুক্তি বলবৎ হবে।

৪। কোন কারনে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তা যদি ইউনিয়ন পরিষদের পরিচালনা কমিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের হস্তক্ষেপে নিস্পত্তি না হয় তাহলে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক নিস্পত্তি করা হবে।

ঘ. দৈব দুর্ঘটনা:

কোন দৈব কারণে এই চুক্তি বা চুক্তির কোন অংশ যদি পালন করা না যায় তবে সে ক্ষেত্রে কোন পক্ষকে দায়ী করা যাবে না এবং সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী এই চুক্তি পরিচালিত হবে।

ঙ. বাতিল:

নিম্নোক্ত কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ সম্মত হয়ে অথবা যে কোন এক পক্ষ এই চুক্তি বাতিল করতে পারবেন:

১। উদ্যোক্তার কার্যক্রম যথাযথ ও সন্তোষজনক না হইলে, অর্থাৎ উদ্যোক্তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য তথ্য ও সেবা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার লিখিত অনুমোদনক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ ৯০ দিনের নোটিশ প্রদান পূর্বক চুক্তি বাতিল করতে পারবেন;

২। উদ্যোক্তা যদি একক সিদ্ধান্তে কেন্দ্রটি গুটিয়ে নেয়, সে ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ও উদ্যোক্তার আনা উপকরণ একে অপরকে হস্তান্তর করবেন। নতুন উদ্যোক্তা যুক্ত করা বা নিয়োগ করার অপশন।

৩। যে কোন এক পক্ষ চুক্তির শর্ত ভংগ করলে অন্য পক্ষ তা সংশোধনের জন্য ২ মাসের নোটিশ/ঘোষণা দেয়ার পরও উক্ত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ও সংশোধীত না হয় তাহলে চুক্তির এক পক্ষ অন্য পক্ষকে চুক্তি বাতিলের জন্য ১ মাসের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারবে;

৪। দৈব দুর্বিপাকের কারণে;

৫। যে কোন এক পক্ষ যদি কেন্দ্র পরিচালনায় অনিচ্ছুক হয় তবে ৯০ দিনের আগাম নোটিশ প্রদান পূর্বক।

৬। চুক্তি বাতিল কিংবা নবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার লিখিত সম্মতি নিতে হবে।

চ. ঘোষণা:

আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিকে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই চুক্তিপত্র দলিল পাঠ করে -এর মর্মার্থ সম্পর্কে জেনে সম্পূর্ণ সঠিক ও শুদ্ধ বিবেচনা করে নিম্নের স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করছি।

প্রথম পক্ষ

'ইউনিয়ন পরিষদ'-এর চেয়ারম্যানের নাম

দ্বিতীয় পক্ষ

১। উদ্যোক্তার নাম

২। উদ্যোক্তার নাম

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১। (ইউপি সচিব)

(ইউপি কাউন্সিলর)

২।

৩।

৪।

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১ । (বিকল্প উদ্যোক্তা)

২। (বিকল্প উদ্যোক্তা)

(নিয়মিত উদ্যোক্তার অভিভাবক)

৩।

৪।